থানায় এজাহার দেবেন কীভাবে

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে আমরা জড়িয়ে পরি। অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হই। এ ক্ষতির প্রতিকার পাওয়ার জন্য দেশের বিচার ব্যবস্থার সম্মুখীন হই। কিন্তু বিচার প্রার্থনার পদ্ধতিতে কোনো গুরুতর ভুল করলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তাই কোনো অপরাধ সংঘটনের সংবাদ কীভাবে থানা পর্যন্ত তুলতে হয় সে সম্পর্কে লিখেছেন **আরিফ খান মিরণ**

এজাহার কী : যখন কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটে যায় তখন যারা এ ঘটনার শিকার এবং যারা ঘটনা দেখেছেন বা শুনেছেন তাদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি থানায় খবর দেবেন। খবর দেয়ার নামই হলো এজাহার করা। ইংরেজিতে ‘এজাহার’কে বলে F.I.R বা First Information Report. এজাহার লিখিত এবং মৌখিক দু’ভাবেই দেয়া যায়। মৌখিকভাবে দেয়া হলে সেই বর্ণনা থানার অফিসার-ইন-চার্জ লিখবেন বা কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেবেন। লেখা হয়ে গেলে যিনি এজাহার দাখিল করলেন তিনি তাতে স্বাক্ষর করবেন। যেসব অপরাধ খুব গুরুতর নয় (আমল অযোগ্য) সেসব অপরাধের খবরও থানায় দেয়া যেতে পারে। গুরুতর অপরাধের (আমলযোগ্য) তদন্ত করার জন্য থানার পুলিশের নিজ অধিকার যথেষ্ট।

এজাহারের গুরুত্ব : এজাহারকে যদিও মৌলিক সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে গ্রহণ করা হয় না, তারপরও এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সাক্ষ্য আইনের ১৫৭ ও ১৪৫ ধারা অনুযায়ী এজাহারকে সংবাদদাতার সাক্ষ্যের সমর্থনের দলিলরূপে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া প্রথম অপরাধ যা সংঘটিত হলো সে বিষয়ে এজাহারই হলো আদি দলিল। ফলে কারচুপি করে ঘটনা পরবর্তীতে নতুন করে আর সাজানো যায় না। দ্বিতীয়ত এজাহার হলো এমন দলিল যার ভিত্তিতে পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এজাহারদাতা যদি এমন ব্যক্তি হন যিনি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তাহলে সেই এজাহারের মূল্য অপরিসীম। তৃতীয়ত, এজাহার আদালতকে ঘটনার প্রথম বিবরণ জানার সুযোগ দেয় এবং পরবর্তীকালে ঘটনা কিভাবে মোড় নিয়েছে তাও জানার সুযোগ করে দেয়।

কে কে এজাহার দিতে পারে: যার বাড়িতে বা সম্পত্তিতে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় বা যার ওপর আঘাত করা হয়, সাধারণত তিনিই এজাহার দিয়ে থাকেন। আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে যেকোনো ব্যক্তি থানায় খবর দিতে পারেন। যদি কোনো ব্যক্তি থানায় গিয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে এ মর্মে খবর দেন যে, ঐ থানা এলাকার মধ্যে একটি গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তাহলে ঐ খবর এজাহার বলে গণ্য করা হবে। টেলিফোনে বা টেলিগ্রামে যদি কোনো অপরাধের খবর দেয়া হয় তাকে এজাহার বলা যায় না, কিন্তু টেলিগ্রাম বা টেলিফোন মারফত খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ ফরিয়াদির কাছ থেকে যে সংবাদ গ্রহণ করে লিপিবদ্ধ করে এবং তাতে সংবাদদাতার স্বাক্ষর গ্রহণ করে তাকে এজাহার বলা হয়।

এজাহারের শর্তাবলী: যেমন ১. সংবাদটি ঘটনা ঘটার মতো হতে হবে, ২. খবরটি হতে হবে অপরাধ সম্পর্কে। ৩. অপরাধটি আমলযোগ্য হতে হবে। আমলযোগ্য না হলেও অপরাধকে থানায় নেয়া যায়, থানা সেখানে এজাহার নেয় না, জিডি এন্ট্রি করে রাখে মাত্র। ৪. অপরাধী সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য দেয়া সম্ভব না হলেও কোনো ক্ষতি নেই। ৫. খবরটিকে লিখিত হতে হবে। মৌখিকভাবে খবর দেয়া হলেও তা লিখে নিতে হবে। ৬. ওই লিখিত বিবরণে সংবাদ প্রদানকারীর অবশ্যই স্বাক্ষর থাকতে হবে।

এজাহারে কী কী থাকতে হবে: ১. এটি হবে আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে একটি সংবাদ। ২. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে যদি সংবাদটি মৌখিকভাবে দেয়া হয় তাহলে তিনি তা লিখে নেবেন অথবা তার নির্দেশেই লেখা হবে। ৩. লেখা হয়ে গেলে এটি সংবাদদাতাকে পড়ে শোনাতে হবে। ৪. লিখিত এই প্রতিবেদনে সংবাদদাতা স্বাক্ষর করবেন। ৫. নির্ধারিত ফরমে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে যে বই রক্ষিত আছে তাতে এর সারমর্ম লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ধর্ষণ, অস্ত্র ইত্যাদি মামলার এজাহার: দন্ডবিধির ৩৭৬ ধারা অনুসারে ধর্ষণের অপরাধ করলে এবং অস্ত্র আইনে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ করলে এটি হবে আমলযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য অপরাধ। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যেসব মামলার বিচার হয় ওই সব মামলার অভিযোগ পুলিশের কাছে করতে হবে এবং পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর কিংবা উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের রিপোর্টের ভিত্তিতেই শুধু ধর্ষণ ও অস্ত্র সম্পর্কিত অপরাধীসহ বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার্য অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণ করা যায়। আরো সহজভাবে বলতে গেলে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার অপরাধের অভিযোগ এজাহারের মাধ্যমে থানায় দিতে হবে। কোনো আদালতে কোর্ট কেসের মাধ্যমে দেয়া যাবে না। যদি কেউ ভুলক্রমে ধর্ষণ বা অস্ত্রসম্পর্কিত কোনো অভিযোগ কিংবা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার্য কোনো অভিযোগ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ উত্থাপন করেন তাহলে ওই ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত হবে, পুলিশ রিপোর্টের জন্য অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো।

আমলের অযোগ্য কেসের খবর: আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সংবাদ পেলে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সংবাদটি থানার বইতে লিখবেন এবং সংবাদদাতাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে বলবেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশকে এ ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারেন। যে ম্যাজিস্ট্রেটের অপরাধটি বিচার করার ক্ষমতা আছে, কেবল তিনিই পুলিশকে আদেশ দিতে পারেন। পুলিশকে আদেশ দেয়া হলে তা মানতে পুলিশ বাধ্য। যে অপরাধটি আমলযোগ্য নয়, সে অপরাধ সম্পর্কে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়া তদন্ত করতে পারে না।

এজাহারে স্বাক্ষর দিতে না চাইলে: কোনো ব্যক্তিকে বা থানা-পুলিশকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হয়রানি করার জন্য যদি কেউ ভুয়া এজাহার দেয় তাহলে সে দোষী সাব্যস্ত হবে। কেননা, এজাহারে তার স্বাক্ষর রয়েছে। মৌখিক এজাহার লিপিবদ্ধ করার পর সংবাদদাতাকে তা পড়ে শোনাতে হবে। তার কাছে যদি মনে হয় যে, সবকিছু ঠিকমতো লেখা হয়েছে তাহলে তিনি এজাহারে তার স্বাক্ষর বা টিপসই দেবেন। কোনো সংবাদদাতা যদি স্বাক্ষর বা টিপসই দিতে অস্বীকার করে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। শাস্তি হিসেবে তার তিন মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড কিংবা উভয় দন্ডই হতে পারে।